প্রথম আলো

09 MAY 2008

এমপিওভুক্তি, পাঠ্যবই ও অবকাঠামোর জন্য ১২০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে

পরিমুজ্জামান

আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রায় চার হাজার বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত (শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ) করতে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ খাতে ৩০০ কোটি টাকা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে আরও ৩০০ কোটি টাকার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে।

> ৭৫৬৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত শিক্ষা বাজেট। গত অর্থবছরের তুলনায় এই বরাদ্দ প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বেশি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করবেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দেখবেন এবং মন্ত্রণালয়ের শাখাপ্রধানদের সঙ্গে কথা বলবেন।

সূত্রমতে, প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষাসংক্রান্ত যেসব বিষয় অবহিত করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি-সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনের উদ্যোগ ইত্যাদি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, দেশের মোট ৩৩ হাজার ৫৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬ হাজার ৩৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। কয়েক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা বন্ধ আছে। নবম জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরুর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুপারিশ করেছে। ওই সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় চার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করতে আগামী অর্থবছরে ৬০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে বলে মন্ত্রণালয়ের হিসাবে বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ক্রমান্বয়ে ডিগ্রি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা সম্ভব হলে সরকারের এই উদ্দেশ্য অনেকটা বাস্তবায়িত হবে বলে মন্ত্রণালয় মনে করছে। মাধ্যমিক স্তরের স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। এই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দিতে ২৯৭ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার টাকা দরকার হবে। বেসরকারি পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপানো নিয়ে প্রায় প্রতিবছর যে ধরনের সংকট তৈরি হয়, বিনামূল্যে বই দেওয়া হলে তা থাকবে না বলে মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো বিদ্যমান। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মিত সংস্কার ও মেরামতকাজ আড়াই বছর ধরে বন্ধ। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শতভাগ বেতন সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ওই খাতে বরাদ্দ বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে অবকাঠামোগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবকাঠামো সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, টাকা পাওয়া সাপেক্ষে এমপিওভুক্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এসব খাতে এক লাফে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

এমপিওভুক্তি, পাঠ্যবই

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী অর্থবছরের জন্য মোট সাত হাজার ৫৬৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে এবং ওই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে। গত অর্থবছরের তুলনায় এই বরাদ্দ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বেশি।

প্রস্তাবিত বাজেটে সাত হাজার ৫৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ছয় হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা অনুন্নয়ন খাতে ও এক হাজার ২১০ কোটি উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

এর আগে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে পাঁচ হাজার ৮৮৯ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৯৮৯ কোটি ২২ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল অনুন্নয়ন খাতে পাঁচ হাজার ১৭৯ কোটি ও উন্নয়ন খাতে এক হাজার কোটি টাকা।